সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ড. মোঃ সুরাতুজ্জামান

নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ড. মোঃ সুরাতুজ্জামান চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার শিবপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ০৫ অক্টোবর ১৯৬৩ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মোঃ শামসুদ্দিন মোল্লা ও মায়ের নাম জাহিরন নেছা। তিনি বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৫ তম ব্যাচের একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য। তিনি ২৮ (আটাশ) বছরের অধিক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে বিভিন্ন পর্যায়ে সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি ১৫ নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বরিশাল জেলায় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলায়, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পাবনা জেলায়, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ও মিলিটারি এস্টেট অফিসার হিসেবে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) হিসেবে নঁওগা জেলার ধামুইরহাট উপজেলায় (২০০৬), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) হিসেবে বগুড়ার সোনাতলা (২০০৭-২০০৮), পাশাপাশি পৌর-প্রশাসক, সোনাতলা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) হিসেবে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায় দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বাংলাদেশের সফল সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এর সহকারী একান্ত সচিব (উপসচিব) হিসেবে ১১ জুন ২০০৯ হতে ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১৭ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)-এ সিনিয়র ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট (ভূমি প্রশাসন) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে উপসচিব, যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে গত ৪ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি (BRGEWA)-এর পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ০৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সরকারি চাকরিতে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্লান্ট প্যানোলোজি ডিপার্টমেন্ট এ এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে প্রায় তিন বছর দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে উদ্ভিদবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি (২০১৫) অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "Yield Potential of Rice varieties (BRRI & EXOTIC): A Case Study for northern Part of Bangladesh"। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিতে স্নাতক (সম্মান) এবং উদ্ভিদ রোগতত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ১৯৮০ সালে চুয়াডাঙ্গা ভি. জে. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়ায় উন্নয়ন প্রশাসন বিষয়ক উচ্চতর প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ভূমি ব্যবস্থাপনা, সামষ্টিক অর্থনীতি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় সরকার প্রশাসনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় অত্যন্ত সফলতার সাথে সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন পেশাগত ও সামাজিক- সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত আছেন। তিনি বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) বিজ্ঞানী সমিতির সাবেক নির্বাচিত সদস্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৭ ব্যাচ) অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, বিসিএস ১৫তম ব্যাচ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা সমিতি, ঢাকার সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি এতিহ্যবাহী অফিসার্স ক্লাব ঢাকা'র নির্বাহী সদস্য হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি বিসিএস (প্রশাসন) কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. কর্তৃক বাস্তবায়িত গ্রীন ভ্যালী আবাসিক (প্রশাসন) প্রকল্পের কার্যনিবার্হী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি চুয়াডাঙ্গা কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (Chuadanga University of Agriculture and Technology- CUAT) প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।

তাঁর গবেষণা ও প্রকাশনার মধ্যে কৃষি, বীজ রোগতত্ত্ব, খাদ্য নিরাপত্তা ও ধান উৎপাদন বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত ও চীনসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন।

ড. সুরাতুজ্জামানের আগ্রহের ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে জনপ্রশাসন, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিয়াম ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ পুলিশ স্টাফ কলেজসহ বাংলাদেশের স্বনামধন্য অনেক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দক্ষতার সাথে অতিথি বক্তা হিসেবে নিয়মিত প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করে আসছেন।

তাঁর দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, পেশাগত দক্ষতা ও নেতৃত্বগুণের মাধ্যমে তিনি দেশের প্রশাসনিক কার্যক্রমের উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনসেবার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।